খবরপত্র
IED
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

সংস্কৃতি ধারণ, লালন ও চর্চার মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহমান থাকে-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

দেশের বিভিন্ন জাতিসত্তা ও সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নসহ সব সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি রক্ষায় সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সংস্কৃতি ধারণ, লালন ও চর্চার মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহমান থাকে' উল্লেখ করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি বলেন, 'এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমরা জাতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি সকল জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ, পরিচর্যা, বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।' হিজড়ারা আমাদের সন্তান, তাদের পিছিয়ে রাখা যাবেনা। সবার সমমর্যাদায় বেঁচে থাকার অধিকার আছে।' বাংলার বৈচিত্র্যকে এক সুতোয় বাঁধার জন্য তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় অনুষ্ঠিত 'বৈচিত্র্যের ঐকতান' উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জনগোষ্ঠীর মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণসহ ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় শীর্ষক সাংস্কৃতিক আয়োজন করে।

শুরুতে বেলুন উড়িয়ে এ উৎসবের উদ্বোধন করেন বরেণ্য অভিনেতা ও একুশে পদক বিজয়ী সংস্কৃতিজন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশে বহুজাতি-গোষ্ঠী, বহুধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে নানা সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করি। আমাদের একটিই পরিচয় সবাই আমরা এক দেশের নাগরিক। নিজেদের মধ্যে কোনো পার্থক্য রেখে, কাউকে ছোট করে, দূরে রেখে, বঞ্চিত করে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সকলের ভাষা, শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এ দেশের সম্পদ। একে টিকিয়ে রেখে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে।

উৎসব আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক কামালউদ্দিন কবিরের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরেণ্য ফ্যাশন ডিজাইনার বিবি রাসেল। আইইডির চেয়ারম্যান ডা. রশিদ-ই-মাহবুব, নির্বাহী পরিচালক নুমান আহম্মদ খান, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার, ফারহা তানজিম তিতিল, গবেষক পাভেল পার্থ, আইইডির সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় আলোচনায় অংশ নেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এমপি ও দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন, অ্যাকশনএইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, সাবেক সচিব হুমায়ুন কবির, হোচিমিন ইসলাম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিচিত্র প্রাণ-প্রকৃতি, বহুজাতি-গোষ্ঠী, লিঙ্গ, সম্প্রদায় ও ভাষা-সংস্কৃতির দেশ বাংলাদেশ। এই বৈচিত্র্য আমাদের সৌন্দর্য, আমাদের প্রাণশক্তি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাংবিধানিক ঘোষণা হচ্ছে সকল মানুষ বৈচিত্র্য সহনশীলতা ও সম্প্রীতির সঙ্গে সমমর্যাদা ও অধিকার নিয়ে বাঁচবে। গড়ে উঠবে সমতাভিত্তিক সমাজ। সেই চেতনার বহি:প্রকাশ হচ্ছে আমাদের আয়োজন।

শুরুতেই সংগীত পরিবেশন করেন গানের দল 'সং ফর গুড'। এরপর বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে আবৃত্তি করেন ডালিয়া রহমান, রাজু হোসেন ও সমাপিকা হালদার, বাঁশি বাজিয়ে শোনান মকবুল হোসেন, গান শোনান কানাডা প্রবাসী মৈত্রেয়ী দেবী, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রংসহ দর্শকদের অনেকে। ময়মনসিংহের হিজড়া সম্প্রদায়ের দল 'আলোরপথে', শেরপুরের কোচ সম্প্রদায়ের দল কোচ ইউনিয়ন ও সবশেষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গানের দল লোকরঙের সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে উৎসবটি শেষ হয়।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইইডির সহযোগী সমন্বয়কারী হরেন্দ্রনাথ সিং।

খবরপত্র
IED
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

কুতথ্য প্রচারকারীরা সমাজের শত্রু : নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, 'যারা কুতথ্য প্রচার করে ও গুজব ছড়ায় তারা সামাজিক মানুষ নয়, তারা সমাজের শত্রু। তাদের ব্যাড মোটিভ আছে। এর মাধ্যমে তারা সামাজিক অস্থিরতা তৈরি করতে চায়। সে ক্ষেত্রে আমাদের আরও সজাগ থাকতে হবে। সঠিক তথ্য দিয়ে তরুণদের সমাজকে এগিয়ে নিতে হবে।

আইইডির আয়োজনে ৫ মাস ব্যাপী বিভিন্ন জেলা সদর ও ঢাকায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সভা-সেমিনার-ওয়ার্কসপের মাধ্যমে অনলাইনে কুতথ্য প্রতিরোধের অংশ হিসেবে ১৫ ফেব্রুয়রি রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে 'সুশাসনের লক্ষ্যে কুতথ্য প্রতিরোধ করি' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) এ সেমিনারের আয়োজন করে।

খালিদ মাহমুদ বলেন, 'সমাজে মতাদর্শ আছে। একটি আদর্শ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, অন্যটি পিছিয়ে দেয়া-দুটি ভিন্ন ধারা। লড়াইটা মতাদর্শের, লড়াইটা আদর্শের।' প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'যারা খুনি এবং খুনের নেতৃত্ব দিয়েছে, তাদের মাওলানা বলি কীভাবে? ইসলাম কখনো জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে লালন করে না। বাংলাদেশ সৃষ্টির সময় ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে, টেকেনি। স্বাধিকার ও স্বাধীনতা জয়লাভ করেছে। মানুষ সত্য ও সঠিকটাকে গ্রহণ করে। কুতথ্য রটনাকারীদের বিরুদ্ধে সবাইকে আরও সজাগ থাকতে হবে।'

আইইডির নির্বাহী পরিচালক নুমান আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সংসদ সদস্য তানভির শাকিল জয়, সাবেক সংসদ সদস্য নাজমুল হক প্রধান, দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ কাজী ফয়সাল বিন সিরাজ, ডা. মোশতাক হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার, আইইডির কোঅর্ডিনেটর জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, ইউএনডিপির কোঅর্ডিনেটর রেবেকা সুলতানা, গবেষক ড. ফাতেমা ইয়াসমিন, সাংবাদিক মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইইডির সমন্বয়কারী তারিক হোসেন।

আলোচকগণ বলেন, আইইডি পরিচালিত অনলাইনে কুতথ্য প্রতিরোধের এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথাগত নাগরিক সমাজের একাংশ ও জনউদ্যোগ সদস্যদের মধ্যে এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন তা প্রতিটি জেলায় দক্ষ মানুষ তৈরি ও সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেয়া দরকার। এজন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তির সমন্বিত উদ্যোগ জরুরি। সচেতনতা বৃদ্ধি ও সক্রিয়জন তৈরিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী, যুবসমাজ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় নেতাদের গুরুত্ব দিয়ে যুক্ত করা দরকার। পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটকে যুক্ত করা প্রয়োজন বলেও তারা মনে করেন।

এলাকায় এলাকায় কৃষকসভা, শ্রমিকসভা, স্যোসাল মিডিয়ার সক্রিয়জনদের নিয়ে সভা করা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী, শিশু-কিশোর সংগঠনের কর্মী ও সংগঠক, খেলোয়াড়, শিল্পী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন স্তরে ছোট ছোট টিমে ভাগ করে সভা করা দরকার বলে তারা মনে করেন।

যারা প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দেবে তাদের নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে আলোচকগণ বলেন, এজন্য আরো বেশি করে প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সভা-সেমিনার করতে হবে, প্রয়োজনে তরুণদের নিয়ে ক্যাম্প করতে হবে। বর্তমানে টেকনোলজিকে ব্যবহার করেই কুতথ্য ছড়ানো হচ্ছে ও তা আশংকাজনক হারে বেড়ে চলেছে উল্লেখ করে তারা বলেন, এজন্য আমাদেরও টেকনোলজিতে দক্ষ হতে হবে ও সুতথ্য বা সত্যতথ্য ভিত্তিক অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট, ডকুমেন্টারি, নাটিকা, গান, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পসহ বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ করে যেতে হবে।

কুতথ্য প্রতিরোধ করে সুতথ্যের বাতায়ন তৈরি করতে হবে। এজন্য সকলকে এই কাজটিকে প্রকল্প নয়, বরং সমাজের দায়িত্ব হিশেবে গ্রহণ করতে হবে। তবেই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে কুতথ্য নির্মূল সম্ভব হবে।

খবরপত্র
IED
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

আইপি

আমাদের দেশ ও সমাজ বৈচিত্র্যময়। এখানে নানা জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ শ্রেণি ও স্তরের মানুষ বাস করে। তাদের নানা ধরনের পোশাক, খাদ্য, ভাষা ও সংস্কৃতি। বৈচিত্র্যকে ধারণ, সংরক্ষণ ও এগিয়ে নিতে আমাদের নিয়মিত কাজ রয়েছে।

কর্মএলাকার তিন জেলায় ইন্ডিজেনাস জনগোষ্ঠীর হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারদের (এইচআরডি) সক্ষমতা ও যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ও জীবনজীবিকার উন্নয়নে সহায়তা করা হয়। তারা স্বস্ব পরিবার, কমিউনিটি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইপিদের বিভিন্ন প্রকার সচেতনতা ও সক্ষমতা তৈরিতে কাজ করছে। এর ফলে আইপিরা আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হচ্ছে এবং নিজেদের অধিকার আদায়ে কাজ করছে।

কর্মএলাকায় ইন্ডিজেনাস জনগোষ্ঠীর যুবদের স্থানীয় মার্কেট প্লেসে ওয়ার্কশপ ও দোকানে রেখে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সহায়তা করা হচ্ছে। এর ফলে তাদের আয় ও পরিবারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি এবং মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা সম্ভব হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা প্রায় সকলেই এখন আয়ের সাথে যুক্ত। অনেকেই এখন নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক। তার অন্যান্য আইপিযুবদের প্রশিক্ষণ ও কাজ দিচ্ছে এবং আয়বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা এইচআরডিদের সাথে নিয়ে কমিউনিটিকে নিজেদের সাফল্য ও বর্তমান আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানায়। কমিউনিটি এতে উদ্বুদ্ধ হয় ও অন্যদেরও এধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহ দেয়। তারা স্বউদ্যোগে ৪৮জন বেকার যুবকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে ঢুকিয়েছে।

জেলার নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের তালিকা-

শেরপুর

ট্রেডের নাম	ক্রম	নাম
সেলুন	১	আবুয়া রবিদাস
	২	কালা রবিদাস
	৩	নিলু রবিদাস
অটোমোবাইল	১	প্রতাপ বর্মন
	২	সাধন বর্মন
	৩	সুধীর বর্মন
	৪	সুধীপ বর্মন
	৫	গাধলু রাম বর্মন
	৬	মিন্টু রবিদাস
	৭	শিপন বর্মন
	৮	বিশ্বজিৎ বর্মন
	৯	নান্টুরাম বর্মন
	১০	মিন্টুরাম বর্মন
	১১	পরিতোষ বর্মন
	১২	অজিৎ বর্মন
	১৩	স্বাধীন বর্মন
কম্পিউটার হার্ডওয়ার	১	রাজিব বর্মন
	২	আনন্দ সরকার
স্যানিটারি ও প্লাম্বিং	১	খোকন বিশ্বাস
	২	প্রদীপ বর্মন
	৩	উজ্জল বর্মন
	৪	বাবুরাম বর্মন
	৫	অজয় বিশ্বাস
ইলেকট্রিক	১	সৌরভ বিশ্বাস
মোট	২৪	

রাজশাহী

ট্রেডের নাম	ক্রম	নাম
সেলুন	১	নেপাল সিং
অটোমোবাইল	১	সূর্য সরদার
	২	জয় কুমার
স্যানিটারি ও প্লাম্বিং	১	টিটু সরদার
	২	মিন্টু বিশ্বাস
	৩	দিলীপ কুমার
	৪	ভবেন সিং
টেলারিং	১	মলি বিশ্বাস
	২	লাবনী রবিদাস
	৩	লিমা রবিদাস
	৪	মনিষা বিশ্বাস
	৫	রত্না বিশ্বাস
	৬	প্রতিমা রাণী
	৭	কাজলী রাণী
মোবাইল সার্ভিসিং	১	হৃদয় মূর্মূ
	২	হৃদয় মুর্মু
ইলেক্ট্রিশিয়ান	১	শান্ত ফ্রান্সিস বিশ্বাস
	২	হাবিল বিশ্বাস
ওয়েলডিং	১	বিনয় বিশ্বাস
	২	রাফায়েল হাঁসদা
	৩	রুপন সরদার
রেফ্রিজারেটর	১	আনিয়েল সরেন
	২	প্রশান্ত বিশ্বাস
মোট	২৩	

খবরপত্র
IED
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে আইইডির সহায়তায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৫ জনের তালিকা

শেরপুর

ট্রেডের নাম	নাম
স্যানিটারি ও প্লাম্বিং	রাজন বিশ্বাস
টেলারিং	নিপা বিশ্বাস
ইলেকট্রনিক্স	সুমিরাণী বিশ্বাস
অটোমোবাইল	সুবল বিশ্বাস
বিউটি পার্লার	সেঁজুতি বিশ্বাস

রাজশাহী

ট্রেডের নাম	নাম
বিউটি পার্লার	লিপি মারান্ডি
ইলেকট্রিশিয়ান	আনন্দ বিশ্বাস
স্যানিটারি ও প্লাম্বিং	তাপস বিশ্বাস
সেলুন	হৃদয় বিশ্বাস
অটো মোবাইল	কাজল কুমার

নাটোর

ট্রেডের নাম	নাম
স্যানিটারি ও প্লাম্বিং	সুজল পাহান
ট্রেলারিং	রীতা বালা
ট্রেলারিং	দীপ্তি রাণী
অটোমোবাইল	হেমন্ত পাহান
বিউটি পার্লার	তমা বিশ্বাস

আইইডির সহায়তায় আইপি যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মাঝে কিটবক্স বিতরণ করা হয়

বিভিন্ন জেলায় এইচআরডির কাজ

শেরপুর, নাটোর ও রাজশাহী জেলায় আইইডি সংগঠিত আইপি এইচআরডিরা প্রতি ছয়মাসে একবার তাদের পরিকল্পনা ও মূল্যায়নসভায় মিলিত হন। এসভায় তারা তাদের পূর্ববর্তী ছয় মাসের কাজের পর্যালোচনা করেন ও পরবর্তী চয়মাসের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কাজের অগ্রগতি নিয়ে প্রতি দুইমাসে একবার বিভিন্ন এলাকায় সভা করেন। এছাড়াও এসময় তারা বিভিন্ন ইস্যুতে মানববন্ধন, প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে স্বাক্ষাৎ করে এবং নিজেদের আইপি কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে এর সমাধানের দাবি জানান। এর ফলে এসময়ে সরকারি পরিষেবার মধ্যে রাজশাহীতে ৫টি ঘর, ১১টি বাইসাইকেল, ৪০০ জন ৩০টাকা কেজি দরের চাল পেয়েছেন। ক্ষুদ্র-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমিতে সপ্তাহব্যাপী ৬০জন আইপিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। শেরপুর জেলায় ২১টি ঘর ও ৩০টি বয়স্কভাতা প্রাপ্তিতে সহায়তা করেন আইইপি এইচআরডিরা। এছাড়াও ২২জনকে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে সহায়তার জন্য ফর্মপূরণে সহযোগিতা করে, যারা প্রত্যেকেই এ সহায়তা পেয়েছেন। এসব কাজের পাশাপাশি তারা পরিবার ও প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয়ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করছে।

খবরপত্র
IED
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জনউদ্যোগ কার্যক্রম

প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানবিক পরিবেশ এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুর অধিকার, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ইস্যুতে জনগণের নিজস্ব উদ্যোগগুলো সমন্বিত করে জনউদ্যোগ সমাজ রূপান্তরে কাজ করছে। স্থানীয়ভাবে চলমান উন্নয়ন আন্দোলন হিসেবে তারা মনোগঠন পরিবর্তন, যুবদের সক্রিয় করা, প্রযুক্তিবান্ধব ও কর্মিষ্ঠ যুবসমাজ তৈরি, সমাজে জনজাগরণ সৃষ্টি করতে ঢাকা, খুলনা, শেরপুর, রাজশাহী, গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ, যশোর ও নেত্রকোনা এই ৮ জেলায় জনউদ্যোগের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। এসব কাজ সমন্বয় ও পরিচালনা করতে প্রত্যেক জেলায় স্থানীয় নাগরিক সমন্বয়ে জনউদ্যোগের আহ্বায়ক কমিটি রয়েছে। ঢাকায় জাতীয় কমিটি আছে। এসব জেলায় মতবিনিময়সভা, সমাবেশ, স্মারকলিপি প্রদান, মানববন্ধনের মতো গতানুগতিক কর্মসূচি কমিয়ে এনে কর্মসূচিতে নতুনত্ব আনা হয়েছে। যা মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে কাজ করছে। যেমন, যুবদের আইসিটি প্রশিক্ষণ, ফেসবুক-ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ, উন্মুক্তবিতর্ক, কিশোর-কিশোরীদের বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা, আইপিদের মেলা, পরিবেশ ও উদ্যোক্তাদের মেলা, কিশোরীদের ফুটবল খেলা, ট্রান্সজেন্ডারদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বাহাপরব, স্কেটিং র‍্যালি ইত্যাদি। এছাড়াও স্থানীয়ভাবে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকদের সহায়তায় ১০০জন কিশোরীকে আত্মরক্ষা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে স্বল্পমেয়াদি কারাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এসব কর্মসূচিতে আলোচনার বিষয়বস্তু পরিবর্তন এনে চলাচলের নিয়ম, বর্জ্যব্যবস্থাপনা, ব্যক্তি ও পরিবারের কাজ, পারিবারিক হিসাব ও বাজেট, প্রযুক্তির ব্যবহার, কুতথ্য প্রতিরোধে করণীয় ইত্যাদি যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, কর্মস্থলে মানুষের আচরণ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে।

জনউদ্যোগ জাতীয় পর্যায়ে এককভাবে এবং বিভিন্ন সংগঠন ও নেটওয়ার্কের সাথে যৌথভাবে পরিবেশ, নারী, সংখ্যালঘু নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িতার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করে জাগরণ তৈরিতে কাজ করছে। এর মধ্যে 'মনোজগত পরিবর্তনে সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মশালা', বগুড়া ও সুনামগঞ্জে কুইক রেসপন্স, 'ঢাকার বিপদজনক বায়ুদূষণ রোধে আশুকরণীয় শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন', 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও নারীর বহুমাত্রিক ঝুঁকি- এখনই প্রয়োজন জরুরি পদক্ষেপ' বিষয়ে নারীসমাবেশ এবং গাইবান্ধায় বিভিন্ন জেলার জনউদ্যোগ সদস্যদের ক্রস লার্নিং ভিজিট গুরুত্বপূর্ণ।

খবরপত্র
IED
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

বায়ুদূষণে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রাজধানীবাসী

চাই সমন্বিত উদ্যোগ

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির স্বাধীনতা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, রাজধানী ঢাকা এখন বায়ূদূষনের নগর। ঢাকা এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের বায়ুদূষণ একটি দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ইতোমধ্যে নগরবাসিদের একটি অংশ নানামাত্রার বিভিন্ন অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বাকিদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য প্রবল হুমকির মুখে পতিত হয়েছে।

ডব্লিউ বিবি ট্রাস্ট, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), জনউদ্যোগ, আইইডি, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম (নাসফ), গ্রিনফোর্স, পরিবেশ সংসদ (ঢা:বি:), বাংলাদেশ নিরাপদ পানি আন্দোলন (বানিপা) যৌথভাবে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। পবার সভাপতি আবু নাসের খানের সভাপতিত্বে ও জনউদ্যোগের সদস্য সচিব তারিক হোসেনের সঞ্চালনায় মূল বক্তব্য পাঠ করেন পবার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. লেলিন চৌধুরী। অন্যান্যের আলোচনা করেন আজিজুর রহমান খান আসাদ, ড. আহমেদ কামরুজ্জামান মজুমদার, হাফিজুর রহমান ময়না, গাউস পিয়ারী, ড. আদিল মোহাম্মদ খান। মূল বক্তব্যে বলা হয়, বায়ুমানের সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা পৃথিবীর চারটি দূষিততম নগরীর একটি হিসেবে দুর্নাম কুড়িয়েছে। দুষিত বায়ুতে বাস করলে হাঁচিকাশি, নাকের অ্যালার্জি, সাইনোসাইটিস, শ্বাসতন্ত্রীয় সংক্রমণ থেকে শুরু করে তীব্র প্রাণঘাতি নিউমোনিয়া, টিবি, ফুসফুসের ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ হতে পারে। উচ্চরক্তচাপ, হার্টঅ্যাটাক, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ, কিডনি ও লিভারের অকার্যকারিতা, বন্ধাত্ব, গর্ভপাত, শিশুর বিকাশ সমস্যা, স্বল্প ওজনের বাচ্চা প্রসব, অকাল প্রসব, গর্ভস্থ শিশুর বিকলাঙ্গতাসহ আরো নানাবিধ রোগসৃষ্টির সাথে বায়ুদূষণের সরাসরি সংযুক্তি রয়েছে। দূষিত বাতাসে থাকলে দূর্বলতা বোধ হয়, মানুষের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, চারপাশের মানুষের সাথে মানিয়ে চলার ক্ষমতা হ্রাস পায়। এসবের ফলে পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার তৈরি হয়। শিশু, বয়স্ক, গর্ভবতী নারী, শ্বাসতন্ত্রীয় রোগী, সংবেদনশীল ব্যক্তি ও কমজোরি প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ বায়ুদূষণে দ্রুত আক্রান্ত হয়। এছাড়া বায়ুদূষণের কারণে অন্য প্রাণিকুল, উদ্ভিদসহ প্রাণচক্রের প্রতিটি সদস্য নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অর্থাৎ বায়ুদূষণের জন্য পুরো বাস্তুসংস্থানতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ে।

দ্রুত বায়ুদূষণ রোধ করতে হলে হাইকোর্টের নির্দেশ আশু বাস্তবায়ন করা জরুরি। একইসাথে সবকিছু বিবেচনা করে বায়ুদূষণ রোধে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করা এসময়ের সর্বসম্মত দাবি। মানুষ যদি দুষিত বাতাস বুকে টেনে নিয়ে অসুস্থ, রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে উন্নয়নের সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। এজন্য বায়ুদূষণের লাগাম শক্তহাতে টেনে ধরার সময় এখন এবং এখনই। আর্থিক বিষয়সহ সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে কৃত্রিম বৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে। উন্নয়নের নামে অপরিকল্পিতভাবে গাছকাটা বন্ধ, ফলদ ও বনজ বৃক্ষ রোপন, ছাদবাগানসহ নগর সবুজায়নসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

নারী দিবসে যশোরে আলোচনাসভা ও পথসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নারীর অধিকার সুরক্ষায় ও সহিংসতা মোকাবেলায় চাই বৈষম্যহীন, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সহায়ক সৃজনশীল প্রযুক্তি এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে জনউদ্যোগ, যশোরের আয়োজনে ১২ মার্চ ২০২৩ রবিবার দড়াটানা ভৈরব চত্বরে বিকাল ৫ টায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় জনউদ্যোগের যুগ্ম আহবায়ক নারী নেত্রী অধ্যাপক সুরাইয়া শরীফের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন দৈনিক গ্রামের কাগজ সম্পাদক মবিনুল ইসলাম মবিন, জনউদ্যোগ সদস্য নারী নেত্রী আফরোজা বেগম, জনউদ্যোগ সদস্য এ্যাড. কামরুন নাহার কণা, আইইডি যশোর কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক বীথিকা সরকার।

আলোচনাসভায় আলোচকরা বলেন নারীরা সমাজে বিভিন্নভাবে নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবদান ও অর্জনকে মূল্যায়ন করা হয়না। নারী পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সমন্বয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বৈচিত্র্যময় সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

পথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লোকজ গান পরিবেশন ও অর্পণ নাট্যদলের পরিচালনায় হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার জনগোষ্ঠীর জীবনভিত্তিক পথনাটক- আশ্রয় প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক বীর মুক্তিযোদ্ধা রুকুনউদ্দোলাহ, অর্পণ মানবকল্যাণ সংস্থার কোঅডিনেটর মো. রুবাইদুল হক জোয়ার্দার, যুব ও সাংস্কৃতিক ফোরামের আহবায়ক আলমগীর কবীর।

খবরপত্র
IED
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

অন্যরকম

ব্রহ্মপুত্রের খনন, নাব্যতা ফিরিয়ে আনা ও সুরক্ষা আন্দোলনে জনউদ্যোগের ভূমিকায় উৎসাহিত ময়মনসিংহের উদ্যমী তরুণ-তরুণীর ব্রহ্মপুত্র নদে দাঁড়িয়ে 'মৃতের চিৎকার' কর্মসূচি পালন করে। জনউদ্যোগ এ কর্মসূচিতে তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে

পরিবেশ দিবসে জনউদ্যোগ

আইইডির সহায়তায় জনউদ্যোগের প্রায় সকল জেলাতেই পরিবেশ দিবসে ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি পালন করা হয়। এবারের বিশ্বপরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো- 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ'। দিবসটি উপলক্ষ্যে ৫ জুন গাইবান্ধা জেলার বাদিয়াখালিতে জনউধ্যোগের আয়োজনে বৃক্ষরোপণ, শিক্ষার্থীদের উপস্থিত বক্তৃতা ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বাদিয়াখালি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফিয়া আক্তারের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে পরিবেশ আন্দোলনের নেতা ওয়াজিউর রহমান র‍্যাফেল, প্রবীর চক্রবর্তী, গোলাম রব্বানীমুসা, কাজী আব্দুল খালেক ও অঞ্জলী রাণী বক্তৃতা করেন। এরপর ১০জন শিক্ষার্থী পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নে উপস্থিত বক্তৃতা করেন। সবশেষে বিদ্যালয়ের মাঠে বিভিন্ন ফলদ ও বনজ বৃক্ষ রোপন করা হয়।

সোমবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে শেরপুরে সচেতনতামুলক স্কেটিং র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।কালেক্টরেট চত্বর থেকে বের হয়ে বটতলা মোড় হয়ে ৩ কিলোমিটার পথ পরিভ্রমন করে স্কেটিং র‍্যালিটি স্থানীয় শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি স্টেডিয়ামে গিয়ে শেষ হয়। জনউদ্যোগ শেরপুর ও জেলা রোলার স্কেটিং ক্লাব এ স্কেটিং র‍্যালির আয়োজন করে। পরিবেশ অধিদপ্তর শেরপুর জেলা কার্যালয় ও আইইডির সহযোগিতায় এর উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. মোক্তাদিরুল আহমেদ। এসময় রাজনীতিক ছানুয়ার হোসেন ছানু, পরিবেশ অধিদপ্তর শেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক আল মাহমুদ, সমাজকর্মী রাজিয়া সামাদ ডালিয়া, সাংবাদিক রফিক মজিদ, অধ্যাপক শিব শংকর কারুয়া, কবি হাসান শরাফত, জনউদ্যোগ আহ্বায়ক মো. আবুল কালাম আজাদসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় ১ জুন ২০২৩ "জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দক্ষিণাঞ্চলের বিপন্ন উপকূল, প্রকৃতি ও পরিবেশ" বিষয়ক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষকনেতা শ্যামল সিংহ রায়। অতিথি ছিলেন বিভাগীয় পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক মো. ইকবাল হোসেন। আলোচনা করেন জলবায়ু পরিষদ সাতক্ষীরার সদস্যসচিব অধ্যক্ষ আশেক ই এলাহী, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন মোংলার আহবায়ক মো. নূরআলম শেখ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ যশোর জেলা কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. কামরুন নাহার কণা। উপকূলীয় উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে জলবায়ু মোকাবেলায় অধিক অর্থবরাদ্দের দাবি জানান বক্তারা।

এছাড়াও রাজশাহী, যশোর, ময়মনসিংহসহ বিভিন্নস্থানে বিশ্বপরিবেশ পালিত হয়। এসব অনুষ্ঠানে সকলে পলিথিন বর্জন ও অতিসীমিত আকারে প্লাস্টিক করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

খবরপত্র
IED
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

কিশোরীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ

এসময় আইইডির ঢাকার কল্যাণপুর পোড়াবস্তি ও যশোর কেন্দ্র এবং খুলনা, গাইবান্ধা, রাজশাহী, শেরপুর ও নেত্রকোণা জনউদ্যোগের আয়োজনে ৭ জেলায় ২০জন করে মোট ১৬০জন কিশোরী স্বল্পকালীন আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তারা এখন আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী হয়েছে, নিজেরা স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারে, এলাকায় তাদের সাথে কেউ অসম্মানজনক আচরণের সাহস পায় না, সর্বোপরি এসব এলাকায় ইভটিজিং কমছে।

কৃষ্ণার পদক জয়

কাঁঠালতলা কিশোরীদলের সদস্য কৃষ্ণা আইইডি থেকে কারাতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যশোর ক্রীড়া সংস্থার অধীন নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও চর্চা করতে থাকে। কৃষ্ণা "শেখ কামাল ২য় বাংলাদেশ যুব গেমস ২০২৩" এ অংশগ্রহণ করে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে। তার এ সাফল্যে যশোর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা দেয়। কাঁঠালতলা কিশোরী দলের সদস্যরাও তার এই সাফল্যে শুভেচ্ছা জানায়। কারাতে শেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কৃষ্ণা আইইডিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় তাকে। যশোরের কিশোরী কৃষ্ণা এখন স্বপ্ন দেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কারাতে খেলার। সে বাংলাদেশের তার মেধা, দক্ষতা আর একাগ্রতা দিয়ে দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনতে চায়। কৃষ্ণা বলে, মেয়ে বলে এখন কেউ আর তাকে দূর্বল ভাবতে পারবেনা। সকল কিশোরীকে সে সাহস আর ধৈর্য্য নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।

১০ মাসব্যাপী দক্ষতা প্রশিক্ষণে মেয়েদের কাজ শেখার ও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে

আইইডি যশোর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রের নারী দলের পরিবারের সদস্যদের ৩জন করে মোট ৬জনকে হাতে কলমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। আগস্ট ২০২২ থেকে মে ২০২৩ পর্যন্ত ১০ মাস মেয়াদি এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিলো পরিবারে আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ।

যশোরে ভৈরব ফিজিওথেরাপি সেন্টারের প্রোপাইটার ও ফিজিওথেরাপি প্রশিক্ষক আসলাম হোসেন এর কাছে ২জন ফিজিওথেরাপী ও ক্লাসিক বিউটি পার্লারে ১জন বিউটিফিকেশন এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। ফিজিওথেরাপি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্তরা ও রেশমা প্রতিষ্ঠানে এবং বাড়িতে গিয়ে রোগীদের থেরাপি দিচ্ছে। পার্লারে প্রশিক্ষণ নেয়া কাকলী জুন ২০২৩ থেকে ৪০০০ টাকা বেতনে চাকরি করছে।

ময়মনসিংহে অনুরূপ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সীমা খানের অধীনে ২জন পার্লারে ও আনোয়ারা বেগমের কাছে ১জন টেইলারিংএ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। পার্লারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেহেনাজ ৪০০০টাকা ও হোসনে আরা ৫০০০টাকা বেতনে চাকরি করছে। মুন্নী শেলাই মেশিন কিনে নিজেই কাজ করেছে।

উভয় কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে টুলকিট দেয়া হয়। আইইডির সহযোগিতা এবং প্রশিক্ষকগণ বিনা পারিশ্রমিকে ও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন বলেই দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের কাজ শেখার ও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এধরণের প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে বলে সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

খবরপত্র
IED
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

ফোক সেন্টার

বৈচিত্র্যকে ধারণ, পিছিয়েপড়াদের এগিয়ে নেয়া, সমমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সার্বক্ষণিক আলোচনা ও কাজের প্লাটফরম জরুরি। তাই মুক্তআলোচনার পরিসর সৃষ্টি, আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিনিময়, পাঠচক্র, সরাসরি এবং অনলাইনে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মনোগঠন পরিবর্তন, নতুন সমাজবাস্তবতায় সাংস্কৃতিক সক্ষমতা তৈরি করতে ফোক সেন্টার কাজ করছে। তরুণের শক্তি ও প্রবীণের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এখানে নিজের, পরিবারের ও সমাজের জন্য কাজের পরিসর তৈরি হয়েছে।

যেখানে যেকোন বয়স ও পেশার ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে এখানে এসে সরাসরি ও ভার্চুয়াল মাধ্যমে কথা বলবেন, চিন্তাচর্চায় অংশ নেবেন, নতুন ধারণা বিনিময় করবেন, ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান ও সমাজে গঠনমুলক উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। আলোচনার মাধ্যমে যে ধারণাসমূহ বেরিয়ে আসছে তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। যে কেউ আলোচনার আয়োজন ও অংশগ্রহণ করতে পারছেন। এখানে দেশ ও জনগণের পরিবর্তনের জন্য ব্যক্তি ও পরিবারকে পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। আলোচনা হয় মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক। এখানে অন্যান্য অনেক আলোচনার মধ্যে রয়েছে আইপিদের পোষাক, খাদ্যাভাস, জীবিকা ও এর বিড়ম্বনা বিষয়ে, আমাদের সংস্কৃতি ও মনোজগত, কিশোরীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ ও খেলাধুলার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ইত্যাদি।

বিতার্কিক তৈরিতে কর্মশালার সুপারিশ করলেন ময়মনসিংহের নাগরিক সমাজ

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও বিশ্লেষণী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ময়মনসিংহে স্কুলপর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহে ৪ স্কুলের বিতার্কিকদের নিয়ে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আইইডি। ২৩ জানুয়ারি প্রথমপর্ব ও ২৯ জানুয়ারি চূড়ান্তপর্বের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মানসিকতার নতুনত্বের প্রধান অন্তরায়; নদীদূষণ বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ; জ্ঞান ও বিশ্লেষণী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্য তথ্যপ্রযুক্তির যথেচ্ছা ব্যবহার-ই শিক্ষার্থীদের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ এসব বিষয়ে বিতার্কিকরা পরিবেশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন।

বিচারক ও অতিথিবৃন্দ বলেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন বিতর্ক, পাঠ্যপুস্তক বর্হিভুত জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা আরো বহুগুণ বাড়াতে হবে। এধরনের আয়োজন সময়োপযোগী উদ্যোগ, এটি আমাদের অব্যাহত রেখে এর পরিসর বৃদ্ধি করতে হবে। বক্তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিতার্কিক তৈরিতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজনের সুপারিশ করেন। চূড়ান্তপর্বে ময়মনসিংহ জিলা স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়। সবশেষে তার্কিকদের মাঝে পুরস্কার, ট্রফি ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

যশোরে বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আইইডি যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২৮ ফেব্রুয়ারি যশোর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম পর্বে চারটি দল অংশগ্রহণ করে। অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতাই নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাই নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমেই সামাজিক অবক্ষয়ের প্রধান কারণ এসব বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে বিতার্কিকরা অংশ নেন। এতে যশোর জিলা স্কুল দল চ্যাম্পিয়ন হয়।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা পরিচালনা পর্ষদ-এর সদস্য অ্যাডভোকেট মোস্তাফা হুমায়ন কবীরের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. রফিকুল হাসান চ্যাম্পিয়নসহ অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদপত্র ও ক্রেষ্ট তুলে দেন।

খবরপত্র
IED
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জীবনের লক্ষ্য স্থির করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে

জীবনে এগিয়ে যেতে হলে নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। আমাদের দেশে নারীরা ক্ষমতায়নে অনেক এগিয়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্পীকারসহ বিভিন্ন জায়গায় নারীদের অবস্থান দৃঢ়। তাই লক্ষ্য স্থির করে এগিয়ে যেতে হবে। আজকে খেলাধূলায় যারা অংশগ্রহণ করছো, সবাই কিন্তু খেলায় জয়লাভ করবে না। খেলায় হারজিত থাকবেই, তাতে মন খারাপ করা যাবে না। খেলা শারীরিক মানসিক বিকাশে সহায়ক- বললেন ময়মনসিংহ জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক জনাব আব্দুল কাইয়ুম। তিনি গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ ময়মনসিংহ ইসলামবাগ র‍্যালির মোড় বেড়িবাঁধ খেলারমাঠে আইইডি আয়োজিত কিশোরীদলের অংশগ্রহণে বার্ষিক খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। আইইডি সংগঠিত কিশোরীদলের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও এ অনুষ্ঠানে, নারীনেত্রী, কমিউনিটি লিডার ও পুরুষদলের সদস্যবৃন্দের উপস্থিতি ছিলেন ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নূর নাহার বেগম। বার্ষিক খেলাধূলার পাশাপাশি কিশোরীদল সদস্যরা আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। আলোচনাকালে কমিউনিটি লিডার, নারী ও পুরুষদলের সদস্যরা আইইডির কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন ও পরবর্তীতে এ ধরনের অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করার আশ্বাস প্রদান করেন। তারা বলেন, আইইডি দীর্ঘদিন যাবত নারীদের নিয়ে কাজ করছে। কিশোরীদের খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এলাকাবাসী তা দেখে সহজভাবে নিতে শেখে ও মেয়েরা চলাচলে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সামাজিক দায়িত্ব পালনে যুবদের অঙ্গীকার

আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উদ্যোগে ইস্যুভিত্তিক অ্যাডভোকেসি লবিংয়ের জন্য পরিবেশ, সংখ্যালঘু, জেন্ডার ও অধিকার বিষয়ে যুব ও সাংস্কৃতিক ফোরামের উদ্যোগে ২১ জানুয়ারি ২০২২ ময়মনসিংহের মুক্তিযোদ্ধাপল্লীর বলাশপুর আবাসনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে আইইডির ব্যবস্থাপক নূর নাহার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও আইইডির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে কমিউনিটি ফোরামের সভাপতি আব্দুল জলিল, আব্দুল মোতালেব, স্বপন সেন, মো: মিনু মিয়া, রফিকুল ইসলাম বকুল, নারীদলের সভানেত্রী পান্না আক্তার ও মরিয়ম আক্তার তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

সংক্ষিপ্ত আলোচনাপর্ব শেষে যুব ও সাংস্কৃতিক ফোরামের সদস্যদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্রের উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. শাখাওয়াত হোসেন রচিত ব্রহ্মপুত্র নদ নিয়ে একটি জারি গান পরিবেশন করেন যুব ও সাংস্কৃতিক ফোরামের সদস্যরা। এরপর আবৃতি, ভাওয়াইয়া গানসহ সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে সকলের মাঝে তাদের প্রতিভার প্রকাশ করে। যুবফোরাম সদস্য জান্নাত মীম গাছ নিয়ে স্বরচিত কবিতা "বন্ধু" ও মীম আক্তার "গাছ লাগাই পারেশ বাঁচাই" আবৃতি পরিবেশন করেন। এরপর যুব ও সাংস্কৃতি ফোরাম বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে নাটক "পরিবেশ সুন্দর করি" পরিবেশন করেন। তারা পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রতি তাদের দায় ও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। যুবদের প্রতিভা বিকাশ ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

ঢাকার কল্যাণপুর পোড়াবস্তির কিশোরী দল সদস্যদের জন্য ২দিনব্যাপী স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো এর ফলে কিশোরীরা স্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে পারবে; পারিবারিক স্বাস্থ্য কি ও পারিবারিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় সম্পর্কে জানবে; কিশোরীদের নিজ স্বাস্থ্য এর বর্তমান অবস্থা ও কিশোরী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করনীয় সম্পর্কে জানবে ও পর্যবেক্ষণ কৌশল, পরামর্শ ও বার্তাপ্রদান সম্পর্কে জানবে।

প্রতিটি প্রশিক্ষণে কিশোরী দলের ২০ করে মোট ৬০জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের জীবনযাত্রা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ তাদের নিজ ও পারিবারিক স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা, সমস্যা চিহ্নিত করা ও মূলকারণ বিশ্লেষণ করে ২টি বিষয়কে মূলকারণ হিসাবে তুলে ধরেন- স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সঠিক ধারনা না থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানা।

প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে চিকিৎসা ব্যয় কম হয়; রোগ প্রতিরোধে ব্যক্তির পরিচ্ছন্নতা, ঘর-বাড়ি ও বাথরুম এবং আশপাশ পরিস্কার রাখা, ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলোবাতাস থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখা; রান্নাঘর ভালোভাবে পরিস্কার রাখা; বাথরুম ব্যবহারের পরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া; নিয়মিত গোসল করা; বাইরে থেকে এসে ভালো করে হাত-পা-মুখ ধুয়ে ঘরে প্রবেশ করা ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়। তাছাড়াও জামা-কাপড়, বিছানাপত্র পরিস্কার রাখা এবং নিয়মিত ধুয়ে ও ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিতে বলা হয়। কিশোরীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে তাদের মাসিকের সময় ব্যবহার করা প্যাড বা কাপড় যথাসময়ে পরিবর্তন করতে ও তা পরিস্কার করতে বলা হয়।

খবরপত্র
IED
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোজগতের পরিবর্তন হবে

আইইডি যশোর কেন্দ্রের আয়োজনে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ কিশোরীদের সাথে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা শহরের আঞ্জুমানআরা একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ জন কিশোরী ফুটবল, লংজাম্প এবং নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিশোরীদের জন্য এধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা আয়োজন করা দরকার। তাই আইইডি কিশোরীদের জন্য এ উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কিশোরীদের দেহ-মন সুস্থ ও সুন্দর হবে, সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও মনোগঠন পরিবর্তন হবে। তাদের মনোভাবের ইতিবাচক রূপান্তর ঘটবে।

অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন নারী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার কনা, সদস্য আফরোজা বেগম, আঞ্জুমান আরা একাডেমির প্রধান শিক্ষক মো. জাকির হোসেন, কাজীপাড়া কমিউনিটি ফোরামের সভাপতি দুলাল শেখ, ইভেন্ট কমিটির আহ্বায়ক হনুফা খাতুন। অতিথিরা বলেন, খেলাধুলা কিশোরীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। কিশোরীদের মধ্যে এটি অব্যহত থাকা আবশ্যক। খেলা শেষে কিশোরীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

যশোরে কিশোরীদলের বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলা

আইইডি যশোর কেন্দ্রের আয়োজনে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ কিশোরীদের সাথে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা শহরের আঞ্জুমানআরা একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১০০ জন কিশোরী ফুটবল, লংজাম্প এবং নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিশোরীদের জন্য এধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলা আয়োজন করা দরকার। তাই আইইডি কিশোরীদের জন্য এ উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে কিশোরীদের দেহ-মন সুস্থ ও সুন্দর হবে, সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে ও মনোগঠন পরিবর্তন হবে। তাদের মনোভাবের ইতিবাচক রূপান্তর ঘটবে।

অনুষ্ঠান শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন নারী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক কামরুন নাহার কনা, সদস্য আফরোজা বেগম, আঞ্জুমান আরা একাডেমির প্রধান শিক্ষক মো. জাকির হোসেন, কাজীপাড়া কমিউনিটি ফোরামের সভাপতি দুলাল শেখ, ইভেন্ট কমিটির আহ্বায়ক হনুফা খাতুন। অতিথিরা বলেন, খেলাধুলা কিশোরীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটে। কিশোরীদের মধ্যে এটি অব্যহত থাকা আবশ্যক। খেলা শেষে কিশোরীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

আইইডি যশোর কেন্দ্রের উদ্যোগে ৫ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে ২০ জন দল সদস্য অংশগ্রহণ করেন। চাহিদা অনুযায়ি সদস্যদের ইলেকট্রিকের কাজের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক দেবাশীষ বসুর পরিচালনায় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সদস্যরা ইলেকট্রিকের কাজ শেখে। শুরুতে প্রশিক্ষণে ইলেকট্রিকের কাজের ক্ষেত্রে প্রথমিক ধারণা দেওয়া হয়। এরপর বোর্ডে সুইচ লাগানো, নষ্ট হয়ে যাওয়া সুইচ, সুইচ বোর্ডের ফিউজ, রেগুলেটর, বৈদ্যুতিক পাখার বিয়ারিং ইত্যাদি নষ্ট হলে ঠিক করা শিখানো হয়। ৫ দিনের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীরা ইলেকট্রিকের কাজ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে যা তাদের পারিবারিক জীবনে কাজে দেবে। নিয়মিত চর্চা ও আরো প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি হবে।

জীবন বদলে গেছে শিপন বর্মণের

সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভেবে কখনও চুপচাপ বসে থাকা, কখনও হতাশায় দিশেহারা, আবার কখনো ভালোর জন্য কিছু ভাবা। এমন একটা সময় ছিল শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার রাণীশিমুল গ্রামের শিরিস বর্মণের। জমিজমা বিক্রি করে দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে নিয়ে পাশ্ববর্তী কর্ণঝোড়া বাজারে চলে যান। তিনি সেখানে একদিন দিনমজুরের কাজের ফাঁকে আইইডির দ্বিমাসিক সভায় এসে বিকল্প পেশার কথা শোনেন। সব শুনে ছোট ছেলে শিপনকে অটোমোবাইল ট্রেডে কাজ করানোর আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু শিপনের এনআইডি না থাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলা সম্ভব নয়, যা আইইডির পক্ষে সহায়তা প্রদানে বড় বাধা। আইইডির ফেলো সুমন্ত বর্মণ তাকে নালিতাবাড়ী মিন্টু রবিদাসের অটোমোবাইলের দোকানে নিয়ে গেলে তিনি ২০১৯-২০২০ সেশনে তাকে থাকা-খাওয়াসহ কাজ শিখাতে সম্মত হন। শিপন কাজ শিখে নিজ গ্রামের বাজারে একটি দোকান দিয়ে কাজ করতে শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই তার কাজে দক্ষতার কথা মানুষের মুখে প্রচার হতে থাকে। এখন প্রতিমাসে তার আয় ১৮,০০০/- থেকে ২০,০০০/- টাকা। এটাই এখন তার পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস। এই আয় থেকে বোনের বিয়ে সম্পন্ন করে। তার স্বপ্ন সে অটোমোবাইলে একজন দক্ষ মেকানিক হবে।

এ ব্যাপারে শ্রীবরদী উপজেলার টিডব্লিউএ চেয়ারম্যান প্রাঞ্জল এম সাংমা বলেন, শিপন অল্প দিনের ব্যবধানে একজন দক্ষ মেকানিকের সুনাম অর্জন করেছে।

খবরপত্র
জানুয়ারি-জুন ২০২৩

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

ইন্ডিজিনাস জাতিসত্ত্বার মানবাধিকার পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে

ইন্ডিজিনাস জাতিসত্ত্বার ওপর সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধ যেমন, হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ, দখল কোনোটারই সুরাহা হয়নি। এসব ঘটনা দিনদিন বেড়েই চলেছে যা প্রমাণ করে ইন্ডিজিনাস জাতিসত্ত্বার মানবাধিকার পরিস্থিতি প্রতিনিয়ত হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)-এর আয়োজনে ইন্ডিজিনাস জাতিসত্ত্বার অধিকার বিষয়ক গণশুনানীতে বক্তাগণ একথা বলেন।

গণশুনানীর শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আইইডির সমন্বয়কারী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, আইইডি প্রোমটিং রাইটস্ অ্যান্ড এম্পাওয়ারমেন্ট থ্রু ইনিসিয়েটিভস অব পিপল প্রকল্পের আওতায় ইন্ডিজিনাস জাতিসত্ত্বার অধিকার সম্পর্কিত বিষয় জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা, জনপ্রতিপ্রতিনিধিদের নজরে আনা ও তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে আজ শনিবার সকালে ঢাকার ফোক সেন্টারে আজকের এ গণশুনানীর আয়োজন করা হয়েছে।

গণশুনানীতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট জাহেদুল বারি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম এর সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. গজেন্দ্রনাথ মাহাতো, গবেষক পাভেল পার্থ। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন জনউদ্যোগের পরামর্শক আজিজুর রহমান খান আসাদ, সাবেক সচিব ও জনউদ্যোগ সদস্য হুমায়ুন কবির, আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অলিক মু, জনউদ্যোগ শেরপুরের সদস্য সচিব হাকিম বাবুল প্রমুখ। আইনজীবী হিসেবে বিভিন্ন পরামর্শ ও আইনী দিক তুলে ধরেন বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী প্রভাত টুডু ও তানিয়া নাহার। মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ও জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির সদস্য জীবনানন্দ জয়ন্ত।

এতে নাটোর ও শেরপুর জেলায় সহিংসতার শিকার বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার থেকে ভুক্তভোগী অঞ্জলী রাণী ও মিঠুন কোচ। এছাড়াও ইন্ডিজিনাস জাতিসত্ত্বার নেতৃবৃন্দ, উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাংবাদিক, আইনজীবী, যুবসক্রিয়জন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

আইইডি যেসব নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত

সম্প্রীতি মঞ্চ, হেলথ রাইটস মুভমেন্ট, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন, সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি, গভর্নেন্স কোয়ালিশন, রাইট টু ফুড, আমার অধিকার ক্যাম্পেইন, স্যাপি, সাউথ এশিয়া সোশ্যাল ফোরাম, সাংগাত

সম্পাদক : নুমান আহম্মদ খান

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) কর্তৃক
কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড (৩য় তলা), ব্লক বি, মোহাম্মদপর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং কারপাস থেকে মুদ্রিত
ফোন : (৮৮০-২) ৪১০২২৫০৯, ই-মেইল : ieddhaka@gmail.com ওয়েব: www.iedbd.org